# ববিতে ৩২ হাজারতম স্থানে থেকেও কোটায় ভর্তি হলেন উপাচার্যের মেয়ে

ববি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৩২ হাজারতম অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও পোষ্য কোটার সুবিধায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমের মেয়ে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে মাত্র ৪০ নম্বর অর্জন করে তিনি প্রথমে বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে ভর্তি হন। পরবর্তীতে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান অনুষদে স্থানান্তরিত হন। অথচ চলতি বছর ওই অনুষদে সর্বোচ্চ ৫০৩৫তম মেধাক্রম পর্যন্ত ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, এ বছর পোষ্য কোটার মাধ্যমে ভর্তি হয়েছেন তিনজন শিক্ষার্থী। উপাচার্যের মেয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্টোর শাখার কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসানের ছেলে (প্রাপ্ত নম্বর ৩৯.৫০) এবং ইলেকট্রিশিয়ান আরিফ হোসেন সুমনের ছেলে (প্রাপ্ত নম্বর ৫৩.৫০) একই কোটায় জীববিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হন। সব মিলিয়ে বিভিন্ন কোটার সুবিধায় ভর্তি হয়েছেন মোট ২১ জন শিক্ষার্থী।

গত বছর শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য কোটা বাতিলের দাবি উঠলেও তা কার্যকর হয়নি। বরং এ বছর উপাচার্যের নিজ সন্তানকে কোটায় ভর্তি করানোয় শিক্ষার্থীরা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন।

ুন

বিনিয়োগকারীরা নির্বাচনের অপেক্ষায় আছেন : আমীর খসরু

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা এতদিন লড়াই-সংগ্রাম করেছি, আজ সেই সংগ্রামের ফলাফল কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। অথচ একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সন্তান সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এটা কি ন্যায়সংগত? বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যত দ্রুত সম্ভব এই অন্যায্য পোষ্য কোটা বাতিল করা হোক।

এ বিষয়ে ভর্তি টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য সহযোগী অধ্যাপক ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, ‘নিয়ম মেনেই ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ নম্বর পাস মার্ক অতিক্রম করলেই নির্ধারিত কোটা ব্যবহার করা যায়। উপাচার্যের মেয়ে কোনো বাড়তি সুবিধা পাননি।’

চলতি বছর কোটায় ভর্তি হওয়া অন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে– ‘এ’ ইউনিটে : প্রতিবন্ধী কোটায় ৩ জন, হরিজন ও দলিত কোটায় ১ জন।

‘বি’ ইউনিটে : মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৪ জন, প্রতিবন্ধী ২ জন, হরিজন ও দলিত ১ জন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১ জন।

‘সি’ ইউনিটে : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ২ জন, বিকেএসপি ১ জন, মুক্তিযোদ্ধা ১ জন, হরিজন ও দলিত ১ জন, প্রতিবন্ধী ১ জন।